গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা | ১০ - ১৬ মে ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা

ওরা ভোটের মঞ্চে আলাদা বিদ্যুৎ বেসরকারিকরণে এক

বিদ্যুৎ ছাড়া নাগরিক জীবন অচল। অথচ লোকসভার ভোটে এই বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে কেন্দ্র বা রাজ্যের সরকারকে বিশেষ কিছু বলতে শোনা যাচ্ছে না। বিরোধী দলগুলির মধ্যে একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) ছাড়া অন্যরাও জনজীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে একেবারেই নীরব। জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ এবং তার সংশোধনী বিল ২০২২ এনে মোদি সরকার বিদ্যুৎ শিল্পের সার্বিক বেসরকারিকরণ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ, বিদ্যুৎ বিল, খারাপ মিটার পরিবর্তন ইত্যাদি পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ, সর্বোপরি বিদ্যুতের মাশুল নির্ধারণ, সরকারি ভর্তুকি এ সবের নিষ্পত্তির যতটুকু অধিকার রাজ্য সরকারের এখনও আছে তার সমস্তটা কেন্দ্রীয়ভাবে কুক্ষিগত করার জন্য 'ইলেকট্রিসিটি কন্ট্রাক্ট এনফোর্সমেন্ট অথরিটি' নামের একটি সংস্থা তৈরি করছে বিজেপি সরকার। ফলে আরও এক ধাপ বিদ্যুৎ মাশুল বাড়বে। এই সংশোধনী আইনে পরিণত হলে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এই 'অথরিটি' (ইসিইএ) বিদ্যুতের ক্রয়, বিক্রয় ও সঞ্চালন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হবে। রাজ্য সরকার ও রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ক্ষমতা এবং 'ওমবাডসম্যান'-এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও কোম্পানির নানা অন্যায়ের প্রতিকারে গ্রাহকদের সব সুযোগ কেড়ে নেওয়া হবে।

সমস্ত তথাকথিত ক্রস সাবসিডি তুলে দিয়ে সকলের মাশুল সমান করা হবে। এতে সাধারণ গ্রাহকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কারণ, পরিকাঠামো তৈরিতে মোট ব্যয়ের ৯০ শতাংশ হয় পুঁজিপতিদের শিল্প-কারখানার জন্য বিদ্যুৎ পৌঁছাতে। ক্রস সাবসিডি তুলে দিলে সেই বৃহৎ

ছয়ের পাতায় দেখুন

ইন্দোরে দলের নেতা-কর্মীরা বুঝিয়ে দিলেন ভয় দেখিয়ে তাঁদের নত করা যাবে না

আদর্শহীনতা যখন আজ ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির অপর নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই সময়ে বিপ্লবী তেজ, বলিষ্ঠতা ও আদর্শনিষ্ঠার অনন্য নজির সৃষ্টি করলেন ইন্দোর লোকসভা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থী অজিত সিং পানওয়ার ও মধ্যপ্রদেশে দলের নেতা-কর্মীরা। দেখিয়ে দিলেন, কমিউনিজমের মহান আদর্শ বহনকারী একটি বিপ্লবী দলের নেতা-কর্মীরা শাসকের হুমকি কিংবা লোভের কাছে মাথা নত করেন না। প্রয়োজনে জীবন বাজি রেখেও তাঁরা ক্ষমতাশালীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার হিম্মত রাখেন।

'মডেল রাজ্য' গুজরাটের সুরাট কেন্দ্রে বিজেপি ভোট দেওয়ার প্রয়োজনকেই স্রেফ বাতিল করে দিয়েছে। ইন্দোরেও সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে চেয়েছিল তারা। সুরাটে চাপ সৃষ্টি করে দু-দু'বার প্রশাসনকে দিয়ে কংগ্রেস প্রার্থীর নমিনেশন বাতিল করিয়েছে বিজেপি। অন্যদেরও ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করেছে। ফলে ভোট শুরু হওয়ার আগেই বিজয়ীর খেতাব মিলে গেছে বিজেপি প্রার্থী মুকেশ দালালের।

ইন্দোরে খেলা আরও সহজ ছিল। কারণ বিজেপি ওই কেন্দ্রে

সাতের পাতায় দেখুন

ইন্দোর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড অজিত সিং পানওয়ারকে (মাঝে) অভিনন্দন জানাচ্ছেন স্থানীয় নাগরিকরা

যে দল জনস্বার্থ নিয়ে লড়ছে এ বার ভোট তাকেই

এই নির্বাচনের সময়ে টিভির সান্ধ্য বৈঠকগুলিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যে সব নেতা বা প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকেন, তাঁরা কী নিয়ে আলোচনা করেন? কিংবা খবরের কাগজে এই দলগুলির নামকরা নেতাদের যে নির্বাচনী-বক্তৃতার রিপোর্ট ছাপা হয় তাতে কী থাকে? যে কেউ বলবেন, সাধারণ মানুষ যে সব সমস্যায় জ্বলে-পুড়ে খাক হচ্ছে, সে আলোচনা অন্তত সেগুলোয় থাকে না। অর্থাৎ এই সমস্যাগুলির কারণ কী, এর সমাধানের উপায়ই বা কী, কিংবা এই সমস্যাগুলি স্বাধীনতার প্রায় আট দশক পরেও কমার পরিবর্তে কেন ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, তা নিয়ে কোনও আলোচনা থাকে না। তা হলে থাকে কী? থাকে পরস্পরের চুরি-দুর্নীতি নিয়ে কাদা ছোঁড়াছুড়ি এবং কে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত আর কে কম, তারই ফিরিস্তি।

এই সব নেতারা কেউই বলেন না যে, আমি বা আমার দল জয়ী হলে বেকারি, মূল্যবৃদ্ধির মতো মূল সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য এই ভাবে চেষ্টা চালাব, ওই ভাবে নয়, এ সব সমস্যার সমাধান হবে এই পথে, ওই পদ্ধতিতে নয়— এ সব কোনও কিছু। বাস্তবে ব্যক্তিগত আক্রমণ, কুৎসা এবং কিছু মিথ্যা প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি ছাড়া এঁদের মুখে অন্য

দুয়ের পাতায় দেখুন

৫ মে তেলেঙ্গানার সেকেন্দ্রাবাদ কেন্দ্রে কমরেড আর গঙ্গাধরের সমর্থনে বাইক র‍্যালি

'বিকাশ পুরুষের' রাজত্ব

খাবার জোগাড় করতেই রোজগারের টাকা শেষ!

মোদি সাহেবের রাজত্বে বিগত পাঁচ বছরে (২০১৯-'২৪) একজনের নিরামিষ থালির খরচ বেড়েছে ৭১ শতাংশ। কিন্তু স্থায়ী চাকুরেদেরও মাইনে এই সময়ে খুব বেশি হলে বেড়েছে ৩৭ শতাংশ। অস্থায়ী, ক্যাজুয়াল কর্মী যাঁরা তাঁদের কথা বোধহয় না তোলাই ভাল।

মহারাষ্ট্রকে মডেল ধরে 'দ্য হিন্দু' পত্রিকার একটি সমীক্ষা সম্প্রতি দেখিয়েছে, চাল, ডাল, আটা, তেল, আলু, সবজি, মশলাপাতির খরচ মোদি সাহেবের দ্বিতীয়বার ক্ষমতা দখলের বছরের তুলনায় বেড়েছে কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ১০০ শতাংশ হারে। ডাল, তেল এবং আদা, রসুন, কাঁচালঙ্কা ইত্যাদি মসলার দাম বাড়ার হার তার থেকেও বেশি। মহারাষ্ট্রে একজন স্থায়ী কর্মীর গড় মাইনে পাঁচ বছরে বেড়েছে ৬,৩০০ টাকার মতো। কিন্তু দু'বেলা শুধু নিজের মূল খাবারটার জন্য (নিরামিষ থালি) পাঁচ বছর আগে এইরকম চাকুরেদের ব্যয় করতে হত আয়ের ৮.০৬ শতাংশ।

দুয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যে ৪২টি ও সারা দেশে ১৫১টি আসনে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রার্থীদের জয়ী করুন

খাবার জোগাড়েই রোজগারের টাকা শেষ!

একের পাতার পর

২০২৪-এ তা হয়েছে আয়ের ১০.১০ শতাংশ। সমীক্ষা দেখাচ্ছে, মহারাষ্ট্রের বিজেপি জোট সরকার যতই প্রচার করুক না কেন ক্যাজুয়াল কর্মীদের মজুরি ২১৮ টাকা থেকে বেড়ে ৩৬৪ টাকা হয়েছে, খাবারের দাম বৃদ্ধির নিরিখে তাদের মজুরি আদৌ বাড়েনি। তারা পাঁচ বছর আগে একজনের দু'বেলা নিরামিষ খাবারের জন্য আয়ের ২১.১৫ শতাংশ ব্যয় করত, এখন করে আয়ের ২১.৭২ শতাংশ।

এই হিসাব একটিমাত্র রাজ্যকে মডেল ধরে করা হলেও সারা ভারতের চিত্রই কমবেশি এমন। দ্য হিন্দু পত্রিকাটি মহারাষ্ট্রকে মডেল ধরেছিল সেখানকার তথ্য পাওয়া কিছুটা সহজ বলে। আমিষ খাবারের হিসাব এবং গোটা পরিবারের দু-বেলার খাওয়া খরচ এখানে ধরা হয়নি। দেখা যাচ্ছে একজনের শুধু দু-বেলার মূল দুটি খাবারেই আয়ের একটা বড় অংশ বেরিয়ে যাচ্ছে। পাঁচজনের পরিবার ধরলে একেকটা পরিবারে কার্যত খাবার জোগাড় করতেই রোজগারের সমস্তটা চলে যাচ্ছে। মাত্র কয়েকদিন আগেই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের করা সমীক্ষা দেখিয়েছে, মোদিজি যাই গ্যারান্টি দিন না কেন, একটাই গ্যারান্টি আছে যা একেবারে একশো শতাংশ মিলবেই— জিনিসের দাম কমবে না। ভোটের স্বার্থে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার যতই জিডিপি বৃদ্ধির গল্প শোনাক না কেন, দেশের মানুষের প্রকৃত আয় যে কমছে তা বাস্তব পরিস্থিতির দিকে তাকালে যে কেউই বুঝতে পারবেন।

সরকারের হাউজহোল্ড সার্ভের রিপোর্টই বলছে পরিবারগুলোতে আয়ের সাথে ব্যয়ের সামঞ্জস্য থাকা দূরের কথা, ক্রমাগত ব্যয় বেড়ে চললেও আয় সে তুলনায় বাড়ছে না। একাধিক সংস্থার সমীক্ষা দেখাচ্ছে গ্রামাঞ্চলে তো বটেই শহরাঞ্চলেও সাধারণ বাড়িতে একটু সাবান শ্যাম্পুর মতো অতি সাধারণ ভোগ্যপণ্যের কেনাকাটাতেও টান পড়ছে। কোম্পানিগুলো ক্রমাগত অতি ছোট প্যাকে-পাউচে রান্নার তেল, মশলা, সাবান, শ্যাম্পু বিক্রি করেও বাজারের হাল ফেরাতে পারছে না।

কর্মসংস্থানের নামে যতটুকু কাজ সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে মজুরি খুবই নগণ্য। কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই ন্যূনতম মজুরির হার দৈনিক মাত্র ১৭৮ টাকা ধার্য করে রেখেছে গত পাঁচ বছর ধরেই। ফলে সারা ভারতেই মজুরি বাড়ার হার অত্যন্ত কম। যেখানে সামান্য কিছু মজুরি বাড়ছেও, মূল্যবৃদ্ধির হিসাব করলে দেখা যাচ্ছে মজুরি আসলে কমেছে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার কোনও ইচ্ছা বা উদ্যোগ সরকারের নেই। বরং বৃহৎ মালিকদের স্বার্থে দাম বাড়ানোর জন্যই তারা চেষ্টা করে চলেছে। জ্বালানি তেলের দাম সারা বিশ্বে যখন কমেছে ভারতে বিজেপি সরকার তা কখনও কমতে দেয়নি। এর ফলে বৃহৎ পুঁজিমালিকদের লাভ বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে। ওদের বিপুল আয় দেখিয়ে সরকার জাতীয় আয় বৃদ্ধির মিথ্যা হিসাব নিয়ে বড়াই করছে।

মোদিজি নিজে এই বাস্তবটা এত ভাল জানেন যে, তিনি এখন হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ছাড়া অন্য কোনও বিষয় মুখে পর্যন্ত আনছেন না। তাঁর একটা সুবিধা আছে, এই ভোটের প্রচারে তাঁর বিরোধী যারা, সেই ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা সকলেই এবং তাঁর নিজের দল বিজেপি সহ এনডিএ জোটের সব শরিকই পুঁজিপতিদের কাছে নিজেদের বন্ধক রেখে রাজনীতি করে। ফলে ভোটে তারা এই সব নিয়ে কিছু গলা ফাটালেও আন্দোলনের কথা বলবে না। মূল্যবৃদ্ধি রোখার জন্য, প্রকৃত মজুরি বাড়াবার জন্য কিছুই করবে না। দেশে শক্তিশালী বামপন্থী আন্দোলন থাকলে মোদিজি এই ময়দান সহজে পার হতে পারতেন না। কিন্তু সিপিএমের মতো সংস্কারবাদীরা বামপন্থার ঝান্ডাকে ছেড়ে হিন্দিবলয়ে দক্ষিণপন্থীদের কার্যত ওয়াক ওভার দিয়েছে। এ সবের বিপরীতে মূল্যবৃদ্ধি সহ সাধারণ মানুষের দাবিগুলি নিয়ে দেশ জুড়ে লড়াই আন্দোলন করছে এসইউসিআই(সি)। ভোটের ময়দানে গণআন্দোলনের এই শক্তিকে আরও ক্ষমতাশালী করার মধ্যেই সত্যিকারের জনস্বার্থ নিহিত আছে।

চলছে নির্বাচনী প্রচার

কর্ণাটকের রাইচুরে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখছেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ। ২৯ এপ্রিল

যে দল জনস্বার্থে লড়বে ভোট তাকেই

একের পাতার পর

কোনও কথা কখনও শোনা যায় না। যে দল যেখানে সরকারে রয়েছে, বা অতীতে সরকারে থেকেছে, যে সব ব্যক্তি অতীতে এমএলএ-এমপি হয়েছেন, বা হওয়ার জন্য লালায়িত হয়ে পড়েছেন, তাঁরা কেউই কি সাধারণ মানুষের জীবনের এই সমস্যাগুলি সমাধানের কোনও চেষ্টা করেছেন বা এ কথা কি দেশের মানুষকে বলেছেন যে, এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, এই ব্যবস্থাকে বদলাতে হবে? না। তারা বরং জীবনের মূল সমস্যাগুলি থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে জাত-ধর্ম-বর্ণের বিভেদ উস্কে তুলে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় মানুষকে ফাঁসিয়ে দেয় আর পুঁজিপতি শ্রেণি নিশ্চিন্তে তাদের লুঠের রাজত্ব নির্ঝঞ্ঝাটে চালিয়ে যায়।

এই দলগুলির যে সব নেতা এক বা একাধিক বার সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন, পার্লামেন্টে কী করেছেন তাঁরা? দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত, দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের জীবনের সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন? তা যদি হতেন তবে পুঁজিপতি শ্রেণি এমন নির্বিবাদে তাদের শোষণের স্টিম রোলার দেশের মানুষের জীবনের উপর চালিয়ে যেতে পারত না। বরং তাঁরা মালিকদের এই শোষণ-লুণ্ঠনকেই আইন-স্বীকৃত করতে নতুন নতুন আইন পাশ করিয়ে চলেছে। বিনিময়ে জনগণকে চরম দারিদ্রের মধ্যে ফেলে রেখে, বঞ্চনার মধ্যে ফেলে রেখে নিজেদের বেতন এবং সুযোগ-সুবিধা ইচ্ছেমতো বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এই দলগুলি তাই নির্বাচনী প্রচারেও সুকৌশলে জনজীবনের সমস্যা এবং তার সমাধানের বিষয়টিকে এড়িয়ে চলে। এরা সবাই প্রায় কেন্দ্রে-রাজ্যে কোথাও না কোথাও কখনও না কখনও ক্ষমতায় থেকেছে এবং প্রমাণ করেছে, এরা যে রাজনীতির চর্চা করে তার দ্বারা জনজীবনের সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব নয়।

এরাই সব তথাকথিত বড় দল। এই দলগুলি সবাই পুঁজিপতিদের থেকে টাকা নিয়ে জনগণের উপর তাদের অবাধ লুণ্ঠনের ছাড়পত্র দিয়ে চলেছে। সাম্প্রতিক নির্বাচনী বন্ডের দুর্নীতি তা মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। তাই এই সব দলের নেতাদের সবারই আপ্রাণ চেষ্টা, অন্যদের নিজেদের থেকে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত প্রমাণ করা।

নির্বাচনী বন্ড কেলেঙ্কারির প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দেশের শিল্পসংস্থাগুলি ২০১৯-'২৪ পর্যন্ত নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলিকে যে টাকা দিয়েছে সেই ১২,৭৬৯ কোটি টাকার মধ্যে ৬০৬০ কোটি পেয়েছে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি, ১৬১০ কোটি পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শাসক তৃণমূল, কংগ্রেস পেয়েছে ১৪২২ কোটি টাকা। বাকি শাসক দলগুলিও পুঁজিপতিদের থেকে দেদার টাকা নিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এই সব শিল্পসংস্থা, পুঁজিমালিকদের কোম্পানিগুলি দেশের এবং জনগণের সম্পদের উপর যে নির্মম লুঠ চালাচ্ছে তার বিরোধিতা করা এ সব দলের পক্ষে সম্ভবই না।

এ রাজ্যে সিইএসসি তৃণমূলকে দিয়েছে ৪৪৪ কোটি টাকা, বিজেপিকে দিয়েছে ৮১ কোটি টাকা। বিনিময়ে আদায় করেছে বিদ্যুতের দাম যথেচ্ছ বাড়ানোর এবং সেই দাম জনগণের ঘাড় ধরে আদায়ের ছাড়পত্র। ওষুধ কোম্পানিগুলি যে এক হাজার কোটি টাকা বন্ডের মাধ্যমে ঘুষ দিয়েছে, যার বেশির ভাগটাই পেয়েছে বিজেপি, তাতেই ওষুধের দাম অবাধে বাড়ানোর, নিম্নমানের ওষুধ বাজারে বিক্রির সুযোগ তারা পেয়ে গিয়েছে। যার ফল হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সাধারণ মানুষ।

তা হলে এই চুরি-দুর্নীতির ছাড়পত্র দিয়ে তাদের টাকায় যারা মহা আড়ম্বরে ভোটের প্রচারে বিপুল খরচ করছে, টাকা দিয়ে লোক এনে বড় বড় মিছিল করছে, তারা শুধু বড় দল বলেই তাদের সমর্থন করা যায় কি? এই সব নীতিহীন, দুর্নীতিগ্রস্ত দল এবং প্রার্থীরা নির্বাচনে জিতলে সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা পেতে পারে কি? বরং জিতে তারা জনগণের উপর আরও বেশি করে স্টিম রোলার চালাবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির আরও বেসরকারিকরণ করবে, আরও জিনিসের দাম বাড়াবে, মালিকদের আরও বেশি ছাঁটাইয়ের অধিকার দেবে, শ্রমিকদের যত কম মাইনে দিয়ে যত বেশি সময় খাটানো যায় তার ব্যবস্থা করবে।

অথচ এমন নয় যে, এই সব দুর্নীতিগ্রস্ত, নীতিহীন দলগুলির বাইরে আর কোনও দল নির্বাচনে নেই। এমন দলও আছে যারা এই সব দলগুলির দুর্নীতি এবং প্রতারণার রাজনীতির বিরুদ্ধে জনজীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে লড়াই করছে, লাগাতার আন্দোলন গড়ে তুলছে, দাবি আদায় করছে। মানুষ জানে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-ই সেই দল যারা মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির জন্য লড়াই করছে। নির্বাচনে তেমন দলকে সমর্থন করা মানে তার শক্তিবৃদ্ধি করা, যার অর্থ এই প্রতিবাদের, প্রতিরোধের শক্তিটাকেই শক্তিশালী করা। মালিক শ্রেণির স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে কিছুটা লাগাম পরাতে হলে, নীতিহীন দলগুলি এবং তার নেতাদের জনস্বার্থ বিরোধী আচরণকে পরাস্ত করতে হলে এই শক্তিকেই আরও মজবুত করতে হবে। তাতেই একমাত্র সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা পেতে পারে।

কিন্তু এই মূল প্রশ্নটাকেই ক্রমাগত প্রচারের দ্বারা গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। টিভিতে, খবরের কাগজে, বড় বড় দলগুলির নেতা-মন্ত্রী, কর্মীদের বক্তৃতায়, আলোচনায় বার বার সাধারণ মানুষকে বোঝানো হচ্ছে নীতি নয়, আদর্শ নয়, জনস্বার্থ নয়, আমরা যেহেতু বড় দল, তাই আমাদেরই সমর্থন করুন, কারণ আমরাই জিতব। কারণ আমাদের নাম করা নেতা আছে, বিপুল অর্থ আছে, সংবাদমাধ্যমে প্রচার আছে এবং পেশি শক্তির জোর আছে।

তাই নির্বাচনের আগে জনগণকে নিজের স্বার্থেই বুর্জোয়া মিডিয়ার এইসব প্রচারের পিছনে না ছুটে, বড় দলের পিছনে, তাদের জাঁকজমকপূর্ণ প্রচারের পিছনে না ছুটে বিচার করতে হবে— কোন দল জয়ী হবে নয়, কোন দলের জয়ী হওয়া তার নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্যই উচিত।

প্রচারের জৌলুসে ভুলে নীতি-আদর্শহীন পেশিশক্তির রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত, নাকি এস ইউ সি আই (সি)-র মতো যে দল গণআন্দোলনের ময়দানে থেকে জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য লড়ছে এবং আগামী দিনেও মানুষের দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনকেই শক্তিশালী করার কথা বলছে, সেই উন্নত আদর্শের রাজনীতিকে সমর্থন জোগানো উচিত? বারবার ঠকতে না চাইলে, বিরামহীন শোষণ-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে, একজন সাধারণ মানুষ তথা শোষিত, শ্রমজীবী মানুষকে নিজের বিবেকের কাছে এই প্রশ্নই তুলতে হবে।

কমরেড ভি ভেনুগোপাল উন্নত মানের বিপ্লবী নেতা ছিলেন

স্মরণসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

দলের পলিটবুরো সদস্য এবং কেরালা রাজ্য কমিটির পূর্বতন সম্পাদক কমরেড ভি ভেনুগোপাল স্মরণে কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে একটি সভা ১২ এপ্রিল কলকাতায় মৌলালি যুবকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ইংরেজিতে মূল বক্তব্য রাখেন। সেটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হল।

মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

এ কথা আপনারা সকলেই জানেন যে আমরা কোনও প্রয়াত নেতা অথবা কর্মীর স্মরণসভা করি শুধুমাত্র একটা আনুষ্ঠানিকতার জন্য নয়। আমাদের শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক, মহান মার্ক্সবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা সেই কমরেডটি কী ভাবে তাঁর জীবনে প্রয়োগ করেছিলেন এবং সেই কমরেডটির জীবনসংগ্রাম থেকে আমরা কী শিখতে পারি তা জানার উদ্দেশ্যেই আমরা স্মরণসভার আয়োজন করি। আমরা সকলেই কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র এবং আমরা একে অন্যের থেকে শিখি। আমাদের দল একটি পরিবার। আমাদের এই কমরেডশিপ কমরেড শিবদাস ঘোষের দেওয়া বৈপ্লবিক শিক্ষা এবং মূল্যবোধের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। ফলে আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত বা অপরিচিত কোনও নেতা বা কর্মী যখনই প্রয়াত হন, তা আমাদের কাছে গভীর ব্যথা বহন করে আনে। বিশ্বের কোনও কমিউনিস্ট পার্টির কোনও নেতার প্রয়াণে বা কোনও কমিউনিস্ট পার্টির কোনও সমস্যা হলেও আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসাবে আমরা একই রকম ব্যথা অনুভব করি।

কেরালাতে দলের কাজ কী ভাবে শুরু হয় এবং কী ভাবে কমরেড ভেনুগোপাল দলের সাথে যুক্ত হন ও কী ভাবে তিনি তাঁর জীবনসংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন— সেই সম্পর্কে আমি স্বল্প কয়েকটি কথা বলব। নচিকেতা মুখার্জী নামের যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একজন ছাত্র ডিএসও-র সাথে যুক্ত ছিলেন এবং আমাদের দলের সমর্থক ছিলেন। কেরালার কুইলন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তিনি চাকরি পান। তিনি যখন কাজে যোগ দিতে যান, তাঁকে বলা হয় কমরেড শিবদাস ঘোষের কিছু পুস্তিকা নিয়ে যেতে যাতে সেখানে কিছু যোগাযোগ বের করে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার সম্ভাবনা তৈরি করা যায়। সেই মতো তিনি তাঁর কলেজের সিনিয়র ছাত্রদের একটি গ্রুপের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং তাঁরা কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্য পড়ে আমাদের দলের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন। তখন এই যোগাযোগগুলিকে আরও সংহত করার জন্য পার্টি কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীকে কেরালাতে পাঠায়। সেখানে পার্টির কাজ শুরু করতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এইভাবেই কেরালাতে পার্টির কাজ শুরু হয়।

এখানে আমি আমাদের সকলের শিক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের উপরে জোর দিতে চাইছি— কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাসম্বলিত পুস্তিকা কী অসাধ্য সাধন করতে পারে এবং তা আমাদের দলের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কী অসাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। পরবর্তীকালে সেখানে কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি কর্মসূচি ঠিক করা হয়। কিন্তু অসুস্থতার জন্য তিনি যেতে পারেননি। দলের কেন্দ্রীয় অফিসে আপনারা কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি হাতে আঁকা তৈলচিত্র দেখতে পান। কেরালায় পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামে প্রথম যে ক'জন কমরেড এগিয়ে এসেছিলেন, তাদেরই অন্যতম সংগঠক ছিলেন কমরেড নটরাজন। তিনি সেই ছবিটি এঁকেছিলেন। শুরুর দিকে পার্টি গড়ে তোলার কাজে কমরেড নটরাজন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আকস্মিক অসুস্থতায় তিনি প্রয়াত হন। কেরালায় পার্টির ইনচার্জের দায়িত্ব নেন কমরেড জেমস। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি পার্টির চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত হন। তখন আমাদের দলের পলিটবুরোর প্রয়াত সদস্য এবং কমরেড নটরাজনের বন্ধু কমরেড সি কে লুকোস এই দায়িত্বভার গ্রহণে এগিয়ে আসেন।

আপনারা প্রায় সকলেই জানেন, বিভিন্ন রাজ্যে আমাদের পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামে যাঁরা সূচনায় এগিয়ে এসেছিলেন তাদের কী প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু কেরালার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন ও আরও কঠিন। পশ্চিমবাংলায় পার্টি গড়ে তোলার প্রথম যুগের কমরেডদের যেমন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কেরালাতেও যাঁরা পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামে এগিয়ে এসেছিলেন, তাদেরও সিপিএমের প্রবল বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল। সেসময় কেরালাতে সিপিএম খুবই শক্তিশালী পার্টি ছিল। বিভিন্ন সময়ে তারা সরকারও চালিয়েছে। ফলে যে কমরেডরা পার্টি গড়ে তোলার কাজে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তাদের সিপিআইএম-এর কঠিন বাধার মুখে পড়তে হয়। অন্য রাজ্যের কমরেডদের থেকেও তাদের অনেক বেশি কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাঁদের থাকার স্থায়ী কোনও জায়গা ছিল না। কখনও কখনও অভুক্ত অবস্থাতেও দিন কাটাতে হয়েছে। কিন্তু তাঁরা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার প্রতি পূর্ণ আস্থা নিয়ে তাঁরা ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং নির্ভীক। এই ছোট গোষ্ঠীটি স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটার মতোই এক সুকঠিন সংগ্রাম শুরু করেন। এই সময়েই কমরেড ভেনুগোপাল একজন মেডিকেল ছাত্র হিসাবে দলে যোগদান করেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল, তাঁর বিবেককে জাগ্রত করেছিল এবং তিনি পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেন। যখন দল অনেক শক্তিশালী, তখন তাতে যোগ দেওয়া সহজ। কিন্তু দল যখন একেবারে গড়ে ওঠার স্তরে ছিল এমনকি তার নামও কেউ জানত না, তখন অত্যন্ত লোভনীয় মেডিকেল কেরিয়ারের সুযোগ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে পার্টি জীবন বেছে নেওয়া সহজ কথা ছিল না। কমরেড ভেনুগোপালকে বুঝতে হলে আপনাদের এই বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে বুঝতে হবে। তাঁরা যখন কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা প্রচার করতেন, আমি শুনেছি যে যারাই কমরেড শিবদাস ঘোষের এই বক্তব্যের সংস্পর্শে আসতেন, তারা বলতেন এ এক নতুন ধরনের মার্ক্সবাদ। সিপিএম-এর মার্ক্সবাদ অন্য মার্ক্সবাদ। এক অর্থে কথাটা সত্য। সিপিএম মেকি মার্ক্সবাদী দল ছিল এবং এখনও আছে। তারা মার্ক্সবাদের বিপ্লবী সত্তাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্ক্সবাদকে যেভাবে উপস্থাপনা করেছেন, তার মধ্যেই মার্ক্সবাদের বিপ্লবী প্রাণসত্তা রয়েছে এবং এখানেই তাদের সাথে আমাদের মূল পার্থক্য। দল গড়ে তোলার এই সংগ্রামে কমরেড সি কে লুকোস নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন এবং কমরেড ভেনুগোপাল তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধারূপে সর্বদাই তাঁর পাশে ছিলেন। বস্তুত, তাদের সম্পর্কের বাঁধন এমনই ছিল যে, কমরেড ভেনুগোপালের নাম কমরেড সি কে লুকোসের নাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেত না, আবার কমরেড সি কে লুকোসের নামও কমরেড ভেনুগোপালের নাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেত না।

কমরেড ভেনুগোপাল বিবাহিত ছিলেন। তাঁর দুটি পুত্রও আছে। কিন্তু তিনি কখনওই পারিবারিক জীবন যাপন করেননি। তাঁর স্ত্রীও কেরালা রাজ্য কমিটির সদস্য। দুই সন্তানও পার্টির সঙ্গেই যুক্ত। বরাবর তিনি পার্টি সেন্টারেই থেকেছেন। পার্টির সঙ্গে যুক্ত সকল শিশু এবং অল্পবয়স্ক কমরেডদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুবই আবেগের। তিনি পার্টি কমরেডদের সন্তানদের কার্যত পিতা হয়ে উঠেছিলেন। ছোটরা তাঁকে আদরের ভেনুমামা বলে সম্বোধন করত। তিনি তাদের অত্যন্ত যত্ন করতেন, তাদের পার্টি কর্মী হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করতেন। এদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে দলের নেতৃস্থানীয় কমরেড হিসাবে কাজ করছেন।

কমরেড ভেনুগোপাল নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাপ্ত পদমর্যাদার নেতা ছিলেন না। কমরেডদের হৃদয় জয় করার মধ্য দিয়ে তিনি নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর উন্নত আদর্শগত-সংস্কৃতিগত মান এবং সাংগঠনিক দক্ষতার জন্য সকল কমরেডের কাছেই অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন। তিনি সকল কমরেডের যত্ন নিতেন। যখনই কোনও কমরেড সমস্যা বা বাধার সম্মুখীন হতেন, সঠিক পথনির্দেশ পেতে তাঁরা সবসময়ই কমরেড সি কে লুকোস অথবা কমরেড ভেনুগোপালের কাছে ছুটে যেতেন। সমগ্র কেরালা রাজ্যে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বহু গণআন্দোলনও সংগঠিত করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। আপনারা কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ্যে শুনেছেন, কেরালা রাজ্যের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী মহলে তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁদের অনেককেই আন্দোলনে সম্পর্কিত করেছিলেন এবং গণআন্দোলন গড়ে তোলা ও নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য 'জনকিয়া প্রতিরোধ সমিতি' নামে একটি গণসংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। ঠিক যেভাবে অনেকটা পশ্চিমবাংলায় আমাদের দলের প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর গাইডেন্সে পলিটবুরোর প্রয়াত সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সন্তোষ ঘোষ, ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, ডঃ সুশীল মুখার্জীর মতো বহু বুদ্ধিজীবীকে কমরেড মানিক মুখার্জী শিক্ষা আন্দোলনে যুক্ত করেছিলেন। একই ভাবে কমরেড সি কে লুকোসের গাইডেন্সে কমরেড ভেনুগোপালও জাস্টিস ভি আর কৃষ্ণ আইয়ার, প্রফেসর এন এ করিম সহ কেরালার বহু শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদেরও আন্দোলনে যুক্ত করেছিলেন। আপনারা ইতিমধ্যেই শুনেছেন জাস্টিস কৃষ্ণ আইয়ারের সাথে কমরেড ভেনুগোপালের কী ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। জাস্টিস কৃষ্ণ আইয়ার তাঁকে সন্তানের মতো মনে করতেন। এটা সম্ভব হয়েছিল কমরেড ভেনুগোপালের উন্নত আদর্শগত-সংস্কৃতিগত-চারিত্রিক মান এবং সুগভীর দায়িত্ববোধের জন্য। জাস্টিস কৃষ্ণ আইয়ার আমাদের দলের কর্মসূচিতে কলকাতাতেও

আটের পাতায় দেখুন

কৃষক নেতা কমরেড প্রফুল্ল মণ্ডলের জীবনাবসান

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি এবং বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর প্রবীণ সদস্য, বিশিষ্ট কৃষক নেতা কমরেড প্রফুল্ল মণ্ডল ১৯ এপ্রিল ৭৮ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি রিউমাটায়েড আর্থ্রাইটিস সহ নানা রোগে আক্রান্ত ছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালের আইটিইউতে ভর্তি করতে হয়। তাঁর নিউমোনিয়া এবং নিউট্রোপেনিক সেপসিস রোগ ধরা পড়ে। হাসপাতালের ক্রিটিকাল কেয়ার টিমের খ্যাতনামা চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা চলে। সর্বোচ্চ চিকিৎসা সত্ত্বেও অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে মাল্টি অরগ্যান ফেলিওর শুরু হয়। ১৯ এপ্রিল সকালে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়ায় তাঁকে ভেন্টিলেশনে দিতে হয়। ওই দিন বেলা তিনটে পঁচিশ মিনিটে কমরেড প্রফুল্ল মণ্ডল শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাইশহাটা, গড়দেওয়ান, বেলে দুর্গানগর, মণিরতট ইত্যাদি এলাকায় দলের প্রতিষ্ঠা পর্বের প্রথম দিকে জোতদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষক ও খেতমজুরদের সংগঠিত করে যে তীব্র ও কঠিন সংগ্রাম মাথা তুলেছিল তাতে প্রয়াত কমরেডের ভূমিকা ছিল অনুপ্রেরণাদায়ক। প্রকৃতপক্ষে কমরেড মজিবর লস্কর, মনিরুজ্জামান গাজি এই এলাকার গরিব মানুষের কাছে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস শুরু করার অব্যবহিত পরে প্রবাদপ্রতিম কৃষক নেতা কমরেড আমির আলি হালদারের বিশিষ্ট নেতৃত্বকারী ভূমিকায় এই আন্দোলন অধিকতর ব্যাপকতার সাথে বিস্তৃতি লাভ করে। কমরেড হালদারের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, গরিবদরদি মন ও দৃঢ়চিত্ততার আকর্ষণে যাঁরা তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে সাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন কমরেডস মোকসেদ খান, তাজিম সরদার, রব্বানি খাঁ, অশ্বিনী মণ্ডল প্রমুখ সহ কমরেড প্রফুল্ল মণ্ডল। এঁদের মধ্যে কমরেড প্রফুল্ল মণ্ডল ছিলেন বয়ঃকনিষ্ঠ। কিন্তু ওই বয়স্ক সহযোগীরা বলেছিলেন, 'কী ভাবে প্রফুল্ল আমাদের নেতা হয়ে গেল তা আমরা বুঝতে পারিনি। সে আমাদের খুব সম্মান করত, ভালবাসত। আমরাও তাকে ভালবাসতাম'। ছাত্র অবস্থায় ১৯৬২ সাল নাগাদ তিনি দলে যোগ দেন। গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান এভাবে বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়ায় অভিভাবকরা খুবই রুষ্ট হয়েছিলেন। ফলে তিনি দীর্ঘ দিন ঘর বাড়ি ছেড়ে কমরেড রব্বানি খানের বাড়ি সহ অন্য বহু পরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কমরেড প্রফুল্ল মণ্ডল অবশেষে নিজের অভিভাবকদেরও জয় করতে সক্ষম হন এবং তাঁদের দলের অনুরাগীতে পরিণত করেন।

স্মরণসভায় উপস্থিত কর্মী-সমর্থক-দরদি ও জনগণ

অত্যন্ত সরলমনা, সদা হাসিখুশি, দরদি ব্যবহার ও দায়িত্বশীলতা, যে কোনও মানুষকে কাছে টেনে নেওয়ার ক্ষমতা, দলের যে কোনও বিপদের মুহূর্তে ধীর-স্থির অবস্থান— এই ছিল তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। সততা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম গুণ। দলের কাছ থেকে প্রয়োজনেও অর্থসাহায্য নেওয়ার মনোভাব তাঁর ছিল না, বরং জমি বিক্রি করে এসব প্রয়োজন মেটাতেন। শেষ কয়েক বছর তিনি কানে প্রায় একদমই শুনতে পেতেন না। শ্রবণযন্ত্র দলের তরফ থেকে কিনে দেওয়ার প্রস্তাবেও তিনি না করেন। এমনকি এই শেষ চিকিৎসার সময় দলের খরচ হবে বলে চিকিৎসা করাতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু নেতৃত্বের নির্দেশকে তিনি মান্যতা দেন এবং হাসপাতালে ভর্তি হন। দল সাধ্যমতো তাঁর সর্বোচ্চ চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। কমরেডদের নিকটজন বা আত্মীয়-স্বজনদের রাজনীতিগত বা সংস্কৃতিগত বিচ্যুতি দেখলে খুবই ব্যথা পেতেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অটুট ছিল।

১ মে কমরেড প্রফুল্ল মণ্ডলের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় জয়নগরের প্রিয়নাথের মোড়ে। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী। সভাপতিত্ব করেন বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড নন্দ কুণ্ডু। এ ছাড়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন চ্যাটার্জী সহ রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

জোতদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তোলার ফলে রাজ্যের বা কেন্দ্রের পূর্বতন ও বর্তমান শাসক দলগুলি, তাদের আশ্রিত গুন্ডাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ ষড়যন্ত্রে জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠায় তাঁকে নেতৃত্বের পরামর্শে বারবার আত্মগোপন করে থাকতে হত। মিথ্যা মামলায় বারবার তাঁকে ফাঁসানো হয়। যারা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা করেছে, কুৎসিত ব্যবহার করেছে, তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছে, এমনকি কোনও কারণে দলের কমরেডরা তাঁকে ভুল বুঝলেও তিনি তাদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। পরবর্তী সময়ে তাঁদের অনেককেই জয় করেছেন, দলের অনুগামীতে পরিণত করেছেন।

দলের প্রতি তথা নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। নেতাদের বিরুদ্ধে ভুল বুঝে কেউ কিছু বললে তিনি তাদের দলের সঠিক রীতিনীতি ধরিয়ে দিতেন। কোনও কর্মীর সমালোচনা কেউ তাঁর কাছে করলে তিনি দলের শিক্ষা অনুযায়ী সেই কর্মীর গুণের দিকগুলো তুলে ধরতেন। এলাকার বিশিষ্ট নেতাদের কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভুল হচ্ছে মনে হলে তিনি জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন এবং ওই ক্ষেত্রে বিচার পদ্ধতি কী হবে তা বুঝিয়ে সেই নেতাদেরও ভুল সংশোধনে সফল ভূমিকা পালন করতে পারতেন। এমন উন্নত মনের মানুষ ছিলেন কমরেড প্রফুল্ল মণ্ডল।

চৌভাঙির ঘটনার পর পুলিশ এসইউসিআই(সি) কর্মীদের নির্বিশেষে গ্রেপ্তার করে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করছিল। এর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে প্রশাসন দলের পক্ষে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করে। সে সময় কর্মীদের গ্রেফতার থেকে বাঁচাতে দল কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কমরেডকে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলে। এর ফলে নির্বিচার গ্রেফতার বন্ধ হয়। দল যাদের নির্দেশ দিয়েছিল তাঁদের অন্যতম ছিলেন কমরেড প্রফুল্ল মণ্ডল। তিনি আত্মসমর্পণ করতে আসার পথে চার-চার বার দলের স্থানীয় কমরেডরা তাঁর পথ আটকান। তিনি তাঁদের বলেছিলেন, 'নেতৃত্বের নির্দেশকে অবশ্যই খুশি মনে মানতে হবে'। শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করার পর জেলবন্দি জীবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এ প্রসঙ্গ কেউ তুললে তিনি সর্বদা হাসিমুখে বলতেন, 'বিপ্লবী দলের কর্মকাণ্ড না বুঝলে তোমাদের এই আক্ষেপ থেকে যাবে'। তাঁদের বলতেন, 'পুঁজিবাদের সাথে, মালিক শ্রেণির রাজনীতির সাথে আপস কোরো না। দল যে মহৎ উদ্দেশ্যে সব সময় সর্বস্তরের শোষিত মানুষের স্বার্থে আন্দোলনের ডাক দিচ্ছে তাকে সফল করতে তোমরা উদ্যোগ নিও'। বলতেন, 'দেখতেই পাচ্ছ, শোষক শ্রেণির স্বার্থবাহী দলগুলোর এত অনাচার-অত্যাচার সত্ত্বেও জেলায়-জেলায়, রাজ্যে-রাজ্যে দলের শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে। দল বাড়বেই, ভয় পেয়ো না, কাজ করে যাও'। তাঁর এই আচরণ থেকে বোঝা যায় যে, এ ঘটনা তাঁর মনে এতটুকু ক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারেনি। বোঝা যায় বিপ্লবী আদর্শের প্রতি তাঁর আনুগত্য কত গভীর ছিল।

দলে যোগদানের পর থেকে তিনি আদর্শগত চর্চার উপর সবসময় জোর দিতেন। তিনি কর্মীদের নিয়ে পত্রপত্রিকা বিক্রি ও পড়ার ক্ষেত্রে নানা সময় উদ্যোগ নিতেন। গণদাবী পত্রিকা মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া, গ্রাহক করানোর ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। পার্টির মাসিক চাঁদা নিয়মিত দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কখনওই ভুল করতেন না। ঘাটশিলার মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা চর্চা কেন্দ্রের জন্য দেয় মাসিক দানও নিয়মিত দিতেন। এসইউসিআই(সি)র মতো বিপ্লবী দলের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সব সময়ই অর্থ সংগ্রহ করে চলতে হয়। সারা জীবন তিনি এ কাজে কখনও বিরক্ত না হয়ে উৎসাহের সাথে কর্মীদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ নিয়ে দল পরিচালনা করতেন।

দলের যে কমরেডরা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বন্দি ছিলেন তাঁদের এবং অন্যান্য বন্দিদের সাথে নিয়ে জেলে বসেই আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন। ২৪ এপ্রিল, ৫ আগস্ট পালন সহ মহান নেতাদের স্মরণ দিবস, নবজাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারার বীর বিপ্লবীদের স্মরণে নানা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। জেলবন্দি থাকা অবস্থায় তাঁদের মধ্যে যে উন্নত রুচি-সংস্কৃতির ছাপ পদস্থ আমলারাও লক্ষ করেছিলেন, তাতে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন। অনেক বন্দিকে তাঁরা দলের অনুরাগীতে পরিণত করেন। জেলের মধ্যে গণদাবীর গ্রাহক করিয়েছিলেন।

তিনি মূলত কৃষক আন্দোলনের নেতা ছিলেন। কয়েক বছর সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার তৎকালীন কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশন, অধুনা যা এ আই কে কে এম এস, তার সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন। বাসন্তী এলাকায় বিশেষত ঝড়খালিতে দলের সংগঠন গড়ে তোলায় তাঁর অবদান যথেষ্ট। তিনি ছাত্রদের সংগঠন এ আই ডি এস ও, যুবদের সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও, মহিলাদের সংগঠন এ আই এম এস এস, বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকদের সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্যোগী ছিলেন। দলে যোগদানের পর থেকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে রাজ্য-জেলা-লোকাল স্তরের প্রতিটি আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল একনিষ্ঠ কর্মীর মতো। ঝড়ে-ঝঞ্ঝায়-মহামারিতে, নদী ভাঙনের বিপর্যয়ের মুহূর্তে, প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে তিনি যেমন ছিলেন সংগঠক, তেমনই আর্তদের জন্য সাহায্য সংগ্রহ ও বণ্টনে ছিলেন অগ্রণী।

তাঁর মৃত্যুতে গরিব খেটে খাওয়া মানুষ হারাল তাদের এক অত্যন্ত প্রিয়জনকে, দল হারাল এক বলিষ্ঠ নেতাকে।

কমরেড প্রফুল্ল মণ্ডল লাল সেলাম

পথে প্রচারে

তেলেঙ্গানার মেডাক কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড বি শ্রীনিবাস-এর নির্বাচনী প্রচার

২৬ এপ্রিল হাওড়া ও উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী উত্তম চ্যাটার্জী এবং নিখিল বেরা হাওড়ার বঙ্কিম সেতু থেকে মিছিল করে জেলাশাসক অফিসে মনোনয়ন জমা দেন

আসানসোল বিএনআর মোড়ে ২৪ এপ্রিল দলের ৭৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সভা। উপস্থিত ছিলেন আসানসোল কেন্দ্রের এসইউসিআই(সি) প্রার্থী কমরেড অমর চৌধুরী

অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড এন এম লক্ষ্মীর নির্বাচনী প্রচার

ঐতিহাসিক মে দিবস স্মরণে

ত্রিপুরায় এসইউসিআই(সি)-র উদ্যোগে ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য

মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চাই বলেই এই দলের ঘনিষ্ঠ হয়েছি

এটা ঘরে ঘরে পৌঁছানো দরকার

কবি শুভ দাশগুপ্তকে তাঁর বিশেষ পরিচিত এক চিকিৎসক পড়তে দিয়েছিলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষের বই— 'লোকসভা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার আগে বিচার করুন'। তিনি বইটি পড়ে ওই চিকিৎসককে জানিয়েছেন, নির্বাচন নিয়ে বইটি পড়লাম। খুব ভাল। এটা ঘরে ঘরে পৌঁছানো দরকার। তাঁর এই বক্তব্য গণদাবীতে ছাপা যেতে পারে কি না জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, অবশ্যই। তারপর বলেন, দলীয় রাজনীতি আমি করি না, কিন্তু ঠিক কে ঠিক বলতে ভয় পাই না।

এ বারের ভোটটা তোমাদেরই দেব

কলকাতা দক্ষিণ লোকসভার চেতলা এলাকায় প্রচারের সময় এক আবাসনের ফ্ল্যাটে কলিং বেলের আওয়াজে বেরিয়ে এলেন এক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। কর্মীদের বক্তব্য শোনার পর বললেন, দিন দুয়েক আগে আমি অপাত্রে দান করেছি। সিপিএম এসে টাকা নিয়ে গেছে। তারপর নানা বিষয়ে আলোচনা করার পর নির্বাচন সংক্রান্ত বইটি নিলেন ও চাঁদা দিয়ে বললেন, এ বারের ভোটটা তোমাদেরই দেব।

তোমরা ভোট পাবে

মানিকতলা বাজারের এক দোকানদার খুশি খুশি মুখে ডেকে বললেন, এই প্রথম দমদমে তাঁর পাড়ার রাস্তায় এসইউসিআই দেওয়াল লিখেছে। নিজে এক সময় বাম রাজনীতির সংস্পর্শে ছিলেন। কয়েক মাস আগেও কুট তর্ক করা খানিকটা স্বভাবে ছিল। এখন যেন উল্টো। পরামর্শ দিয়ে বলেন 'ভোটটা ভাল করে করো। অন্যদের সাথে টাকায়, জৌলুসে পারবে না। বেশি করে পোস্টার ভেতরে ভেতরে লাগাও। তোমরা ভোট পাবে।'

তাই সূর্য উঠছে

বরানগরে ভোটের প্রচারের সময় এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের একজনকে ডেকে এক ব্যক্তি বললেন, শুনুন, আপনারা আছেন বলে সূর্য উঠছে। কেন এ কথা বলছেন, কর্মীটি জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, আপনারা আছেন বলে সমাজে প্রতিবাদ আছে।

এই পার্টির জন্য দরজা খোলা

টালিগঞ্জের এক আবাসনে প্রচারে গেলে গেটম্যান বাধা দিয়ে বলেন, কোনও রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর এখানে ঢোকায় নিষেধাজ্ঞা আছে। বাধাকে খানিকটা এড়িয়ে কর্মীরা প্রচার করতে থাকেন। একটি ফ্ল্যাটে ঢুকতে গেলে গেটম্যান আবার একই সমস্যা করলে ওই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা ওঁকে বলেন, এই পার্টির জন্য নিষেধাজ্ঞা নয়। গেটম্যান সাময়িক থেমে যান। কর্মীরা অন্য ফ্ল্যাটগুলিতে গেলে এ বার তিনি দলবল নিয়ে এসে দেখেন একটি ফ্ল্যাটের মালিক দলের কর্মীদের ভেতরে ডেকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন আর বলছেন, এই দলকে অনেক দিন ধরে দেখছেন। রাজনীতি বলতে সাধারণ ভাবে যা বোঝায় এরা তেমন নয়। এরা সবার ভালর কথা বলে ও তার জন্য লড়ে। এগুলো হলে সবার মঙ্গল। দলটা যেন আরও বাড়ে। তিনি হতচকিত গেটম্যানদেরও মিষ্টিমুখ করান। বাকি সময়টা গেটম্যান সঙ্গে থেকে বাকি বাড়িগুলোয় নিয়ে যান। খানিকটা মাফ চাওয়ার সুরে বলেন, চাকরি সূত্রে হুকুম তামিল তাঁর কাজ। কিন্তু মেদিনীপুরে তাঁর বাড়ির কাছে এসইউসিআই দলের অনেক লড়াই, প্রতিবাদ, ভাল কাজ দেখেছেন। তাঁর সামান্য মাইনের চাকরির উপর নির্ভর করে আছে তাঁর গ্রামের পরিবার। বললেন, আপনারাই সত্যিকারের ভরসা।

পরে এসে পড়া ধরবেন কিন্তু

প্রচারের সময় বিবেকানন্দ রোডে চালতাবাগানের এক পোড়ো বাড়ির দোতলায় এক মহিলার সাথে তর্কবিতর্ক চলে বেশ কিছুটা। মোটের উপর তিনি হতাশ। শেষে নির্বাচন প্রসঙ্গে কমরেড প্রভাস ঘোষের বইটি নিলেন। পরে কর্মীরা দেখা করতে গেলে তিনি আগের দিনের ঝাঁঝালো কথার জন্য ক্ষমা চেয়ে বলেন, আমি প্রথমে ভেবেছিলাম আপনারা সিপিএম। পরে বুঝতে পারলাম। বলেন, পড়ার অভ্যেস চলে গেছে। তবু যে বইটি দিয়েছেন পড়ব। পরে এসে পড়া ধরবেন কিন্তু।

দিদি তো হতে পারি

প্রচার করতে করতে কয়েক জন কর্মী দুপুরে খাওয়ার জন্য মানিকতলার গড়পারে এক দিদির বাড়িতে বলে গিয়েছেন। দু-চার জন পেয়িং গেস্টকে রান্না করে খাবার পাঠিয়ে তাঁর দিন চলে। দুপুরে দলের কর্মীদের যত্ন করে খাওয়াতে বসে বললেন, ছোটবেলায় শুনেছি স্বদেশিরা এমনি করে কত দিদির ঘরে ঘরে খেয়ে লড়েছেন। তবে দেশ স্বাধীন হয়েছে। আজ কী দশা হয়েছে দেশটার। তোমাদের কী বা বয়স, তবু লড়ছ। আর তেমন কিছু করতে না পারি, দিদি তো হতে পারি। কখনও দরকার পড়লে একটা ফোন করে সোজা চলে এসো।

মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চাই বলেই ঘনিষ্ঠ

দীর্ঘদিন জার্মানিতে কর্মরত বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত এক ইঞ্জিনিয়ার থাকেন যাদবপুর এলাকায়। পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকানে মর্নিং ওয়াক গ্রুপের বন্ধুরা একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, ইদানিং তিনি এসইউসিআইয়ের প্রতি অনুরক্ত কেন। উত্তরে তিনি বলেন, তিন চার বছর ধরে এই দলের কর্মীদের কাজ খুঁটিয়ে দেখছি। দলটাকে যতটা সম্ভব জেনে, এদের কাগজপত্র পড়ে মনে হয়েছে, এরা কিছু পাওয়ার লোভে বা ধান্দার জন্য দল করে না। এরা শিক্ষিত, রুচিশীল, ডেডিকেটেড। আমি নিজেও পাইয়ে-দেওয়া রাজনীতির বিরোধী। বাকি জীবনটা আমি মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চাই বলেই এই দলের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছি।

তিনি উপস্থিত অন্যদের এই দলটিকে বোঝার আবেদন করেন ও এই দলের প্রার্থীদের ভোট দিতে বলেন।

পাঠকের মতামত

চাই র‍্যাগিং-মুক্ত ক্যাম্পাস

রাজ্যে কলেজে কলেজে 'ইন্ট্রো'-র নামে র‍্যাগিংয়ের অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে। ডায়মন্ডহারবার মেডিকেল কলেজের ছাত্র হিসাবে দেখছি, এই কলেজও ব্যতিক্রম নয়। দিনের পর দিন শাসক দলের ছাত্রনেতারা ছাত্রদের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট করছে। ছাত্রদের ন্যায়-নীতি, মূল্যবোধ ও চরিত্রের উপরে খারাপ প্রভাব ফেলছে।

জুনিয়র ছাত্ররা প্রতি বছর র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়। পরে সিনিয়র হয়ে তারাও জুনিয়রদের উপর একই জিনিস চাপিয়ে দেয়। অজুহাত হিসাবে বলে, এতে নাকি সিনিয়রদের সঙ্গে 'ভালো সম্পর্ক' গড়ে উঠবে। র‍্যাগিং বা ইন্ট্রোর মধ্য দিয়ে কোনও সুস্থ ও সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে কি? নবাগত জুনিয়র ছাত্ররা কোনও রকম ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট চায় না বলেই এদের সব কথা মেনে নেয়। যারা প্রতিবাদ করে তাদের নানা ভাবে কোণঠাসা করার চেষ্টা চলে কলেজ ও হোস্টেলে। তাদের দিয়ে শুধু জোর করে নানা কাজ করিয়ে নেওয়া নয়, মেয়েদের সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্য করতে বাধ্য করা, অশালীন আচরণে প্ররোচিত করা, জোর করে মাদক খাওয়ানো, নারীদেহ নিয়ে নোংরা আলোচনাকে স্বাভাবিক বিষয় করে তোলা— ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দিনের পর দিন এরা ছাত্রদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে, মেডিকেল কলেজগুলির সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করে চলেছে।

একমাত্র ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও এর বিরুদ্ধে সোচ্চার। র‍্যাগিং বন্ধ করার জন্য ছাত্রদের সাহায্য করা থেকে শুরু করে র‍্যাগিং বিরোধী প্রচার করা হয়েছে বিভিন্ন কলেজ সহ ডায়মন্ডহারবার মেডিকেল কলেজেও। শাসক দলের ছাত্র সংগঠন টিএমসিপি সেই র‍্যাগিং বিরোধী পোস্টার ছিঁড়েছে। এ থেকেই কি স্পষ্ট হয় না যে, র‍্যাগিং বিষয়টা শাসক দলের মদতেই হচ্ছে? তার মানে তারা তো এই র‍্যাগিং-সংস্কৃতিরই চর্চা করতে চায়! এরপরেও কি আপনারা লোকসভা নির্বাচনে এই দলকে ভোটে জিততে সাহায্য করবেন?

টিএমসিপি যখন র‍্যাগিং-এর মধ্য দিয়ে ছাত্রদের অমানুষ বানাতে চায়, তখন কলেজগুলিতে বড় মানুষদের জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথা কোন সংগঠন বলে? উন্নত নীতি-আদর্শ চর্চার কথা কারা বলে? কলেজে কলেজে ছাত্রস্বার্থ বিরোধী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন কারা গড়ে তোলে? এমনকি ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে কলেজ-প্রশাসনের কাছে কারা যায়? অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, টিএমসিপি কখনই নয়। একমাত্র ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও যে কোনও পরিস্থিতিতে ছাত্রদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। এআইডিএসও জানে, প্রকৃত শিক্ষা চেতনা দেয়, যা কখনও অন্যায় করতে বা সহ্য করতে শেখায় না। অতীতের বড় মানুষ ও বিপ্লবীদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে, এ যুগের মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে বলীয়ান এআইডিএসও কলেজে কলেজে র‍্যাগিং মুক্ত ক্যাম্পাস গড়ে তোলার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এই আদর্শকে ছাত্র সমাজের মধ্যে যত ছড়িয়ে দেওয়া যাবে, র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে তত প্রতিরোধ গড়ে উঠবে।

শান্তনু পাল
ডায়মন্ডহারবার মেডিকেল কলেজ

ভোটের মঞ্চে আলাদা, বেসরকারিকরণে এক

একের পাতার পর

শিল্পপতিদের মাশুল কমবে, আর গৃহস্থ, ক্ষুদ্রশিল্প, ক্ষুদ্রব্যবসা ও কৃষিতে বিদ্যুৎ মাশুল ব্যাপক বাড়বে।

ভোটের প্রচারে বিজেপি এই বিষয়গুলি গোপন রাখছে। এই সর্বনাশা বিদ্যুৎ নীতির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি) তীব্র প্রতিবাদ করে চলেছে। আন্দোলনের ফলে চাপে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকার ধূর্ততার সাথে বলেছে, যদি কোনও সরকার গ্রাহকদের কিছু ভর্তুকি দিতে চায় তবে তা সরাসরি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেবে। এ কথার অর্থ— আগে বিশাল অঙ্কের পুরো বিলটাই মেটাতে হবে। তারপরে সামান্য ভর্তুকির প্রশ্ন। রান্নার গ্যাসে সরকার কীরকম ভর্তুকি দেয় (!) তা সকলের জানা। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সেটাই ঘটবে।

বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর আরেকটা কৌশল হল, বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা (ডব্লিউবিএসইডিসিএল/সিইএসসি ইত্যাদি) গ্রাহকদের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে নতুন করে ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়োগ করবে, যাদের লাইসেন্স দরকার হবে না। তাদের মুনাফার জন্য আরও এক দফা বিদ্যুতের মাসুল বাড়বে। শুধু তাই নয়, লাইসেন্সবিহীন ফ্র্যাঞ্চাইজির মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল, মিটার, লাইন মেরামত, ট্রান্সফরমার মেরামত ও প্রতিস্থাপন, নতুন লাইন নেওয়া, নিরাপত্তা ইত্যাদির সমাধানে গ্রাহক হয়রানি ও অর্থ ব্যয় প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাবে।

এই সংশোধনীতে 'ক্রস-বর্ডার ট্রেড'-র নামে বিদ্যুতে বৈদেশিক বাণিজ্যের (আমদানি-রপ্তানি) ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অর্থাৎ দেশের মানুষের প্রয়োজন না মেটাতে পারলেও বিদেশে বিদ্যুৎ রপ্তানি করতে পারবে।

মোদি সরকারের এই বিদ্যুৎ নীতি পুরোপুরি জনস্বার্থ বিরোধী এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী। দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনেরও অন্যতম দাবি ছিল এই বিদ্যুৎ বিল বাতিল করতে হবে। তার সাথে বিদ্যুৎ শিল্পে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মচারীদের যৌথ প্রতিবাদ এবং এসইউসিআই(সি) উদ্যোগে রাজ্যে রাজ্যে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠিত আন্দোলনের চাপে এই বিল সংসদে পেশ করেও পিছু হটেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। আন্দোলনের এ এক বিরাট জয়। কিন্তু মোদি সরকার এই সর্বনাশা নীতি বাতিল করেনি। শেষ পর্যন্ত রিভ্যাম্পড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিম, ইলেকট্রিসিটি রুল২০২২, ২০২৩ করে স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার (যা কিনা বিদ্যুৎ গ্রাহকদের টাকা লুট করার যন্ত্র), টিওডি সিস্টেম বিল ও ডাইনামিক প্রাইসিং পদ্ধতি চালু করার হুলিয়া জারি করেছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হাই টেনশন বিদ্যুৎ গ্রাহকদের (বাল্ক কনজিউমার) রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির বদলে বিদ্যুৎ পরিবহণ (ট্রান্সমিশন) কোম্পানির সাথে যুক্ত করতে হবে। ফলে বণ্টন কোম্পানি যথেচ্ছ দাম বাড়ালে তার ধাক্কা সামলাবে শুধু গৃহস্থ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র বা মাঝারি বিদ্যুৎ গ্রাহকরা। এইসব পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে সরকারি বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিকে একচেটিয়া কর্পোরেট হাউসের হাতে তুলে দেওয়ার রাস্তা পরিষ্কার করা হচ্ছে।

সংবিধানে 'বিদ্যুৎ' কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ তালিকাভুক্ত। ফলে চাইলেই রাজ্য সরকার এই নীতি না মেনে তার বিরোধিতা করতে পারত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের মাশুল ৫০ শতাংশ কমানোর বাস্তব পরিস্থিতি থাকলেও মাশুল কমানোর দাবির মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না, স্মার্ট মিটার বসানো হচ্ছে। রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের একমাত্র সংগঠন অ্যাবেকার লাগাতার আন্দোলনের চাপে মাশুল বাড়াতে পারেনি সরকার। কিন্তু অন্য ভাবে রাজ্যের গ্রাহকদের উপর ফিক্সড চার্জ দ্বিগুণ, মিনিমাম চার্জ তিনগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ক্ষুদ্রশিল্পে ও কৃষিতে কোনও মিনিমাম চার্জ ছিল না, প্রতি মাসে প্রতি কেভিএ-তে ক্ষুদ্রশিল্পে ২০০ টাকা এবং কৃষিতে ৭৫ টাকা নতুন করে চাপানো হচ্ছে। এতে প্রতিটি পরিবারে আর্থিক চাপ বাড়ছে। ভোটে ওরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বলছে, কিন্তু গ্রাহকদের পকেট ফাঁকা করার স্থায়ী ব্যবস্থা যে হয়েছে তা গোপন করছে।

কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি সহ সংসদীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতোই বর্তমান রাজ্য সরকারি দল তৃণমূল কংগ্রেস, একচেটিয়া পুঁজিপতি গোয়েঙ্কার মালিকানাধীন বিভিন্ন কোম্পানির মাধ্যমে নির্বাচনী বন্ডে ৪৪৪ কোটি টাকা নিয়েছে। শুধু হলদিয়া এনার্জি থেকেই নিয়েছে ২৮১ কোটি টাকা। একচেটিয়া কর্পোরেট হাউসের সেবাদাস সরকারগুলো তাদের সেবাও করেছে দু'হাত ভরে। মহারাষ্ট্রে এখন বিজেপি জোট ক্ষমতায়, মোদিজির ভাষায় যাকে বলে ডবল ইঞ্জিন সরকার। সে রাজ্যের বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ২০২৪-২৫ বর্ষের জন্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি টাটা পাওয়ারের মাশুল ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। অথচ টাটা পাওয়ার ১২ শতাংশ মাশুল বৃদ্ধির দাবি করেছিল। (সূত্র- মহারাষ্ট্র বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ২০২৪-২৫ বর্ষের ট্যারিফ অর্ডার)। কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল জম্মু-কাশ্মীর, পুদুচেরি, চণ্ডীগড়ের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এবং উত্তরপ্রদেশের সরকার তাদের পূর্বাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ নিগম বেসরকারিকরণ করার উদ্যোগ নিয়েছিল, কিন্তু দেশ জুড়ে প্রবল প্রতিরোধে সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ওই আন্দোলনের জন্য বিদ্যুৎ শিল্পে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মচারীদের উপর ব্যাপক আক্রমণ নেমে এসেছিল।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের (পিডিসিএল) থেকে অনেক কম দামে বিদ্যুৎ পাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সেখান থেকে না নিয়ে হলদিয়া এনার্জি থেকেই কয়েক গুণ বেশি দামে বিদ্যুৎ কেনার হিসাব দেখিয়ে বারবার বিদ্যুতের মাশুল বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছে গোয়েঙ্কার মালিকানাধীন সিইএসসি, যা বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ বিরোধী। বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকা প্রতিবারই ওই অযৌক্তিক হিসাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং পিডিসিএল-এর থেকে বিদ্যুৎ কেনার দাবি জানিয়েছে।

২০১৬-১৭ থেকে দেশীয় কয়লার দাম ৪০ শতাংশ কমেছে, কয়লার উপর জিএসটি ৭ শতাংশ কমেছে, কোম্পানির কারিগরি ও বাণিজ্যিক ক্ষতি (টিসি লস) ২ শতাংশ কম হওয়াতে বিদ্যুতের মাশুল ৫০ শতাংশ কমানো যায়। গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকাও এই দাবি করেছে। কিন্তু রাজ্য সরকার তা কমাচ্ছে না। রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি (এসইডিসিএল)-র বিদ্যুতের দাম কমালে পাছে সিইএসসি-র দাম কমাতে হয়, তাই এসইডিসিএল-র বিদ্যুতের মাশুলও কমানো হয়নি। অর্থাৎ সরকার জনগণকে কম দামে বিদ্যুৎ দিতে পারলেও দিচ্ছে না গোয়েঙ্কার স্বার্থে। রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির ২০১৬-১৭ বর্ষে গড় দাম ছিল ইউনিট প্রতি ৭ টাকা ১২ পয়সা, সিইএসসি-র ছিল ৭ টাকা ৩১ পয়সা। বর্তমান বর্ষেও বিদ্যুতের গড় দাম একই আছে, এক পয়সাও কমানো হয়নি। উপরন্তু ব্যাপক মিনিমাম চার্জ ও ফিক্সড চার্জ বাড়ানো হয়েছে যার ফলে রাজ্যের ক্ষুদ্রশিল্প ও ক্ষুদ্রকৃষি বিপদাপন্ন। গৃহস্থ গ্রামীণ ক্যাটাগরির ৩০০ ইউনিট স্ল্যাবে ১৮ পয়সা দাম বাড়ানো হয়েছে। বাণিজ্যিক গ্রামীণ ক্যাটাগরি তুলে দেওয়ার ফলে তাদের প্রথম দুটো স্ল্যাবে ২ পয়সা করে বেশি দিতে হবে।

সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ঘাড় মটকে দুটো কোম্পানিরই বিগত সাত বছর ধরে বিপুল মুনাফা করছে। প্রতি বছরই কোম্পানির আইনসম্মত সাড়ে ষোল শতাংশ মুনাফা ছাড়াও শত শত কোটি টাকা অতিরিক্ত সাশ্রয় হয়েছে। ওই টাকাতেই বন্টন কোম্পানির আমলা ও সরকারের মন্ত্রীদের বিলাস বাড়ছে। বন্টন কোম্পানির বিলাসবহুল অফিস হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ টাকা মাসিক ভাড়ায় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের অফিসের আয়তন অপ্রয়োজনীয় ভাবে বাড়ছে। গোয়েঙ্কা শত শত কোটি টাকা নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে রাজ্য সরকারি দলকে দিয়েছে, আবার বিজেপিকেও দিয়েছে। অথচ এই লাভের টাকায় গ্রাহকদের একটু ভাল পরিষেবা দেওয়ার পরিকাঠামো তৈরি, কিংবা তাদের আর্থিক সুরাহা দেওয়ার কোনও সদিচ্ছা সরকারের নেই। রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দাবি— রাজ্যের এই দুটি বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির অ্যাকাউন্ট সিএজি-কে দিয়ে তদন্ত করে তার রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোক। কিন্তু রাজ্য সরকার তা করছে না। পূর্বতন সিপিএম পরিচালিত রাজ্য সরকারও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত জনবিরোধী নীতি নিয়েছিল। আজ তাদের কথাও মানুষ বিশ্বাস করছে না। কর্পোরেট স্বার্থবাহী বিদ্যুৎনীতি রুখতে হলে আন্দোলন ছাড়া বিকল্প কোনও রাস্তা নেই। এই আন্দোলনেরই নির্ভরযোগ্য শক্তি এস ইউ সি আই (সি)। এদেরকে ভোট দিলে গণআন্দোলনই শক্তিশালী হবে। জয়ী করলে পার্লামেন্টের ভেতরে জনবিরোধী নীতি আটকে দেওয়া যাবে।

ভয় দেখিয়ে নত করা যাবে না

একের পাতার পর

ইন্ডিয়া জোটের কংগ্রেস প্রার্থীকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে বিজেপিতে যোগ দিতে বাধ্য করেছে। অন্য নির্দল প্রার্থীদের ম্যানেজ করে ফেলা বিজেপির কাছে কোনও ব্যাপারই ছিল না। তাঁদের সবাইকে জেলাশাসক অফিসে তুলে নিয়ে এসেছিল তারা। কিন্তু বাদ সাধল মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া এস ইউ সি আই (সি)। অভাবনীয় ভাবে এই দলটির কাছে বিরাট ধাক্কা খেয়ে ভেস্তে গেল বিজেপির 'অপারেশন লোটাস'। আরও একবার সামনে এসে গেল তাদের ক্ষমতালোলুপ জঘন্য চেহারা। বোঝা গেল, হাতে সরকারি ক্ষমতা থাকলে পুলিশ-প্রশাসন সহ গোটা ব্যবস্থাটিকে কাজে লাগিয়ে, গণতন্ত্রের যেটুকু ছিটেফোঁটা আজও টিকে আছে, বিজেপি সেটুকুরও টুঁটি টিপে ধরতে ছাড়ে না।

ইন্দোরে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ছিল ২৯ এপ্রিল। ঠিক এর দু'দিন আগে থেকে এস ইউ সি আই (সি)-র তরুণ প্রার্থী কমরেড পানওয়ারের মোবাইল ফোনে অজানা নম্বর থেকে শয়ে শয়ে কল আসতে থাকে। প্রথম কলটি আসে পরিচিত এক আইনজীবীর কাছ থেকে। তিনি জানান, বিজেপির এক প্রাক্তন এমএলএ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পানওয়ারের সঙ্গে কথা বলতে চান। এতে রাজি না হলে পানওয়ারকে ফোন করেন পূর্বপরিচিত এক পুলিশ অফিসার। অফিসার জানান, কয়েকজন বিজেপি-নেতা ইন্দোরের উন্নয়নের বিষয়ে পানওয়ারের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। কমরেড পানওয়ার তৎক্ষণে বিজেপির মতলব ধরে ফেলেছেন। বুঝতে পেরেছেন, সুরাটের মতো ইন্দোরেও বিনা যুদ্ধে জিততে চাইছে বিজেপি। তাঁকে দিয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিয়ে নেওয়ার জন্যই এদের এই তৎপরতা। এরপর অজানা নম্বর থেকে আসা কল নেওয়া বন্ধ করে দেন তিনি।

পানওয়ারকে ফোনে না পেয়ে বিজেপি এবার অন্য কৌশল নেয়। ইন্দোর কেন্দ্রে তাঁর প্রস্তাবক এস ইউ সি আই (সি)-র এক প্রবীণ কর্মীর বাড়িতে হঠাৎ চড়াও হন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। তাঁকে বলা হয়, ২৯ এপ্রিল জেলাশাসক দফতরে গিয়ে বলতে হবে, পানওয়ারের প্রস্তাবকের ফর্মে তিনি সই করেননি, স্বাক্ষরটি জাল হয়েছে। বিজেপি তাঁকে বলে, 'আপনি শুধু আমাদের সঙ্গে জেলাশাসক অফিসে চলুন। সেখানে আমাদের লোকজন যা করার করবে'। ওই প্রবীণ কর্মীকে প্রথমে প্রচুর লোভ দেখানো হয়। বলা হয়, 'এটুকু করলেই আপনার যা চাই, আমরা সব দেবো'। দলের আদর্শে অনুপ্রাণিত এস ইউ সি আই (সি)-র ওই কর্মীকে কোনও মতেই এই অপকর্মে রাজি করাতে না পেরে বিজেপির লোকজন তাঁকে ভয় দেখাতে শুরু করে। এমনকি প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়। কিন্তু প্রবীণ ওই কর্মী কোনও হুমকিতেই ভয় পাননি। সেই মুহূর্তে সমস্ত ঘটনা তিনি দলের নেতাদের জানান। দল বলিষ্ঠভাবে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়। এতে পিছু হঠতে বাধ্য হয় বিজেপির লোকজন।

এবার তারা গুনায় কমরেড পানওয়ারের নির্বাচনী এজেন্টকে ফোন করা শুরু করে। তাঁকে তারা পানওয়ারের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিতে বলে। তার জন্য ইন্দোর থেকে ৩০০ কিমি দূর গুনাতে এমনকি মাঝরাতেও যেতে তাদের আপত্তি নেই বলে জানায়। যথারীতি সে প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন এস ইউ সি আই (সি)-র ওই কর্মী। এর পরেও ২৯ এপ্রিল নাম প্রত্যাহারের শেষ দিন বিকেলে দপ্তর বন্ধ হওয়া পর্যন্ত কমরেড পানওয়ারের ফোনে অচেনা নম্বর থেকে কল আসতেই থাকে।

এস ইউ সি আই (সি)-র মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল বলেন, "বিজেপি কেন আমাদের প্রার্থীকে ফোন করছে, প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি। কিন্তু যে মুহূর্তে জানতে পারলাম কংগ্রেস প্রার্থী নাম প্রত্যাহার করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তখনই আমরা ওদের মতলব ধরে ফেলি।" তিনি বলেন, "আমরা এসইউসিআই(সি) দলের কর্মীরা মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র। ভয় দেখিয়ে আমাদের পিছু হঠানো যায় না। কোনও বুর্জোয়া দলের সাধ্য নেই আমাদের কিনে নেওয়ার। প্রাণ গেলেও আমাদের কোনও কর্মীই লড়াইয়ের ময়দান ছাড়তে রাজি নয়। আমাদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ সর্বদা আমাদের পাশে থেকেছেন। ওঁর পরামর্শ ও নির্দেশ মতোই আমরা চলেছি।" তিনি বলেন, "ইন্দোরে বিজেপির বিরুদ্ধে এখন আমরা ছাড়া অন্য কোনও সংগঠিত দলের প্রার্থী নেই। যাঁরা আছেন, তাঁরা নির্দল প্রার্থী। ফলে এই কেন্দ্রে বিজেপির সঙ্গে সরাসরি লড়াই এখন কেবলমাত্র এস ইউ সি আই (সি)-র।"

কেন্দ্রে ও মধ্যপ্রদেশে সরকারে আসীন প্রবল শক্তিধর বিজেপি যখন টাকা ছড়িয়ে, সুবিধা পাইয়ে দিয়ে কিংবা ভয় দেখিয়ে অন্য বড় দলগুলিকে হাতের মুঠোয় পুরে ফেলছে, তখন ইন্দোরে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতা-কর্মীরা যে সাহস ও আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় দিলেন, তা সারা দেশে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। ইন্দোর কেন্দ্রের মানুষের মধ্যেও এই ঘটনা সাড়া জাগিয়েছে।

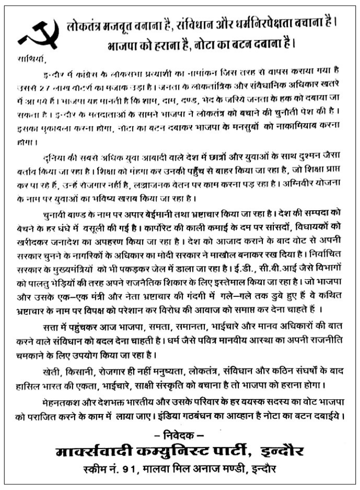
लोकतंत्र मजबूत बनाना है, संविधान और धर्मनिरपेक्षता बचाना है।
भाजपा को हराना है, नोटा का बटन दबाना है।

साथियों,

इन्दौर में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी का नामांकन जिस तरह से वापस कराया गया है उससे 27 लाख वोटरों का मजाक उड़ा है। जनता के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार खतरे में आ गये हैं। भाजपा यह मानती है कि साम, दाम, दण्ड, भेद के जरिये जनता के हक को दबाया जा सकता है। इन्दौर के मतदाताओं के सामने भाजपा ने लोकतंत्र को बचाने की चुनौती पेश की है। इसका मुकाबला करना होगा, नोटा का बटन दबाकर भाजपा के मनसूबों को नाकामियाब करना होगा।

दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाले देश में छात्रों और युवाओं के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव किया जा रहा है। शिक्षा को मंहगा कर उनकी पहुँच से बाहर किया जा रहा है, जो शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं है, लज्जाजनक वेतन पर काम करना पड़ रहा है। अग्निवीर योजना के नाम पर युवाओं का भविष्य खराब किया जा रहा है।

चुनावी बाण्ड के नाम पर अपार बेईमानी तथा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। देश की सम्पदा को बेचने के हर धंधे में वसूली की गई है। कार्पोरेट की काली कमाई के दम पर सांसदों, विधायकों को खरीदकर जनादेश का अपहरण किया जा रहा है। देश को आजाद कराने के बाद वोट से अपनी सरकार चुनने के नागरिकों के अधिकार का मोदी सरकार ने माखौल बनाकर रख दिया है। निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्रियों को भी पकड़कर जेल में डाला जा रहा है। ई.डी., सी.बी.आई जैसे विभागों को पालतु भेड़ियों की तरह अपने राजनैतिक शिकार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भाजपा और उसके एक–एक मंत्री और नेता भ्रष्टाचार की गंदगी में गले–गले तक डुबे हुए हैं वे कथित भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्ष को परेशान कर विरोध की आवाज को समाप्त कर देना चाहते हैं।

सत्ता में पहुंचकर आज भाजपा, समता, समानता, भाईचारे और मानव अधिकारों की बात करने वाले संविधान को बदल देना चाहती है। धर्म जैसे पवित्र मानवीय आस्था का अपनी राजनीति चमकाने के लिए उपयोग किया जा रहा है।

खेती, किसानी, रोजगार ही नहीं मनुष्यता, लोकतंत्र, संविधान और कठिन संघर्षों के बाद हासिल भारत की एकता, भाईचारे, साझी संस्कृति को बचाना है तो भाजपा को हराना होगा।

मेहनतकश और देशभक्त भारतीय और उसके परिवार के हर वयस्क सदस्य का वोट भाजपा को पराजित करने के काम में लाया जाए। इंडिया गठबंधन का आव्हान है नोटा का बटन दबाईये।

– निवेदक –
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इन्दौर
स्कीम नं. 91, मालवा मिल अनाज मण्डी, इन्दौर

নোটায় ভোট দিতে বলে সিপিএমের হ্যান্ডবিল

বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটের আসর গরম করছে যারা, সেই ইন্ডিয়া জোটের কংগ্রেস প্রার্থী নিজেই বিজেপিতে যোগ দেওয়ায়, বিজেপি বিরোধী হিসাবে সিপিএম সমর্থন করবে এস ইউ সি আই (সি)-কে, মানুষের এটাই আশা ছিল। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য, তারা তা না করে বিজেপিকে হারাতে নিজেদের কর্মী ও জনগণকে 'নোটা'য় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। অথচ এ কথা সকলেই জানেন যে, ভোটের হারজিত নোটা দিয়ে নির্ধারিত হয় না। নোটায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ ভোট দিলেও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দলের প্রার্থীই বিজয়ী বলে ঘোষিত হন। এটাই নিয়ম। এ ভাবে বিজেপিকে হারানোর নাম করে সিপিএম ইন্দোরেও এবার দলের কর্মী ও জনগণকে স্রেফ ধোঁকা দেওয়ারই চেষ্টা করল। 'কমিউনিস্ট' নাম নিয়ে চলা একটি সোসাল ডেমোক্রেটিক দলের চরিত্র এমনই। সিপিএম নেতা বিমান বসু সম্প্রতি বলেছেন, তাঁরা নাকি এস ইউ সি আই (সি)-র সঙ্গে জোট চেয়েছিলেন। তা যে সত্য নয়, ইন্দোরের ঘটনাই তা স্পষ্ট দেখিয়ে দিল।

এর বিপরীতে প্রবল ক্ষমতাধর বিজেপির বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে লড়াই করার সাহস দেখালেন এ দেশের একমাত্র যথার্থ কমিউনিস্ট দল এস ইউ সি আই (সি)-র মধ্যপ্রদেশের নেতা-কর্মীরা। ইন্দোরের ঘটনা সারা দেশেই বিপুল সাড়া ফেলেছে। এ রাজ্যেও বামমনস্ক মানুষ এস ইউ সি আই (সি)-র যথার্থ বামপন্থী ভূমিকায় খুবই আনন্দিত। তাঁরা দলের কর্মীদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। দেশের খেটে-খাওয়া মানুষের স্বার্থে প্রতিনিয়ত আন্দোলনের পথে হেঁটে চলা বিপ্লবী আদর্শের শক্তিতে বলীয়ান এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কাছে গোটা দেশের মানুষের তাই অনেক প্রত্যাশা। সেই প্রত্যাশা পূরণে দলের কর্মী-সমর্থকরা সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।

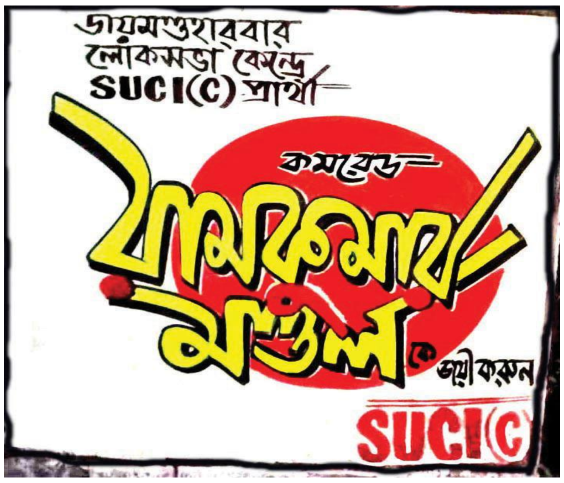

চলছে লোডশেডিং, লো-ভোল্টেজ। বোঝাও বাড়ছে গ্রাহকদের

তীব্র দাবদাহের মধ্যে কলকাতা সহ সারা রাজ্য জুড়েই মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন ঘন ঘন লোডশেডিং এবং লো-ভোল্টেজের আক্রমণে। এই সমস্যা সমাধানে বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোর কোনও হেলদোল নেই। সরকারি এসইডিসিএল এবং গোয়েঙ্কাদের সিইএসসি দুই কোম্পানিই বিপুল লাভ করছে গ্রাহকদের ঘাড় ভেঙে। অথচ তারা কেউই পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটিয়ে বেশি চাহিদার দিনে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এবং সঠিক ভোল্টেজে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য এক পয়সাও খরচ করতে আগ্রহী নয়। যদিও নানা ভাবে তারা গ্রাহকদের ওপর বিলের বোঝা বাড়িয়ে চলেছে। রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির সাম্প্রতিক মাশুল তালিকায় (ট্যারিফ চার্ট) বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি গড় মাশুল ৭ টাকা ১২ পয়সা অপরিবর্তিত রেখেও গৃহস্থ গ্রামীণ এলাকার ট্যারিফ চার্টের ৩০০ ইউনিটের স্ল্যাবে মাশুল বাড়িয়ে ইউনিট প্রতি ৭ টাকা ৪৩ পয়সা থেকে ৭ টাকা ৬১ পয়সা করা হয়েছে। কমার্শিয়াল গ্রামীণ ক্যাটাগরি তুলে দেওয়া হয়েছে। কমার্শিয়াল ট্যারিফ এখন একটাই হবে, এবং সেটা শহর (আরবান) ট্যারিফের সমান। ফলে গ্রামীণ কমার্শিয়াল গ্রাহকদের প্রথম ও দ্বিতীয় স্ল্যাবে ইউনিট প্রতি ২ পয়সা করে বেশি দিতে হবে।

এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস ২ মে এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির এই ট্যারিফ অর্ডার গ্রাহক স্বার্থবিরোধী। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ও বিদ্যুৎমন্ত্রী একাধিকবার বিদ্যুতের মাশুল কমানোর প্রতিশ্রুতি দিলেও এবারের ট্যারিফে এক পয়সাও দাম কমানো হয়নি বরং কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। গত বছর যেভাবে ফিক্সড চার্জ ও মিনিমাম চার্জ বাড়ানো হয়েছিল তার আক্রমণে রাজ্যের ক্ষুদ্রশিল্প ও ক্ষুদ্রকৃষি ধ্বংস হতে বসেছে। এই ট্যারিফে তার কোনও পরিবর্তন করা হয়নি।

অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের 'জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল ২০২২' অনুসরণ করে আস্তে আস্তে এ রাজ্যেও সকলের বিদ্যুৎ মাশুল সমান করার অপচেষ্টা চলছে। সুব্রত বিশ্বাস স্মরণ করিয়ে দেন, কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার গ্রাহক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, এবং বিদ্যুৎ শিল্পের ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মচারীদের আন্দোলনের চাপে সংসদে ওই বিল পাস করাতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাছে অতি অবশ্যই এক অশনি সংকেত।

তিনি আরও বলেন, এ বারের প্রবল দাবদাহে অতিষ্ঠ মানুষের জন্য গত বছরের মতোই রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি এবং সিইএসসি নিজের নিজের এলাকায় লোডশেডিং ও লো-ভোল্টেজ সমস্যার কোনও সমাধান করেনি। যার ফলে এই গরমে পানীয় জলটুকু পর্যন্ত পেতে মানুষ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হচ্ছে। গ্রাহক পরিষেবার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ২৪ ঘন্টা উন্নত মানের বিদ্যুৎ সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছে অ্যাবেকা।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24
গণদাবী GANADABI Volume: 76, No.: 38 Bengali Weekly May 10, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

কমরেড ভি ভেনুগোপাল উন্নতমানের বিপ্লবী নেতা ছিলেন

তিনের পাতার পর

এসেছেন। তিনি আমাদের দলের লাইনকেও অনেক ক্ষেত্রে সমর্থন করতেন।

কমরেড ভেনুগোপাল দরিদ্র মৎস্যজীবী, কৃষক খেতমজুর ও সাধারণ মানুষেরও বন্ধু ছিলেন। তিনি একই সঙ্গে বুদ্ধিজীবী এবং নিপীড়িত সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। এটা একটা লক্ষণীয় গুণ। তিনি তাদের নিয়ে বিভিন্ন আন্দোলনও সংগঠিত করেছিলেন। গরিব মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকেই তাদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য তিনি আম্বালাপুঝাতে সূর্য হাসপাতাল গড়ে তোলেন। রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ডাঃ গোদাকুমার এখনও গরিব মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য ২৪ ঘণ্টাই ওই হাসপাতালে অতিবাহিত করেন। কমরেড ভেনুগোপালের বাবা তাঁকে মেডিকেল প্র্যাকটিস শুরু করার জন্য ১ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ টাকাটাই তিনি এই হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য দিয়ে দেন। তত্ত্বগত-সাংগঠনিক-রুচি-সংস্কৃতিগত দিক দিয়ে কমরেড ভেনুগোপাল অত্যন্ত উন্নত মানের একজন কমরেড ছিলেন।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে কমরেড ভেনুগোপাল সাধারণ মানুষের কাছেও সহজভাবে উপস্থাপন করতে পারতেন। তাঁর উপস্থিতি, তাঁর আচরণ বহু মানুষকে আকর্ষণ করত। কমরেডদের সমস্যা-সঙ্কটের সময়ে কমরেড ভেনুগোপালের উপস্থিতিই তাদের কাছে এক জীবন্ত প্রেরণা ছিল। নতুন কমরেড বা জুনিয়ারদের থেকেও তাঁর শেখার মন ছিল। তিনি যখন কোনও কমরেডকে সমালোচনাও করতেন, সেই কমরেডটি কোনও দুঃখ বা যন্ত্রণা অনুভব করত না। বরং তারা অত্যন্ত আনন্দের সাথেই তাঁর সমালোচনা গ্রহণ করত। তাঁর সমালোচনা করার ধরনটাই ছিল এ রকম। তিনি কোনও আলোচনায়, বডি মিটিংয়ে মতপার্থক্য হলে খুব অল্প ক্ষেত্রেই উত্তেজিত হতেন বা রেগে যেতেন। তিনি খুবই শান্ত, ধীরস্থির কিন্তু সহজবোধ্য ও দৃঢ় যুক্তিপূর্ণভাবে তাঁর মতামত রাখতে পারতেন। তার চরিত্রের ধরনটাই ছিল এমন।

কমরেড ভেনুগোপাল অত্যন্ত গুণী কমরেড ছিলেন। তিনি উন্নত মানের বিপ্লবী চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যা সকলের কাছেই অনুসরণীয়। সারা দেশের সমস্ত কমরেডদেরই তাঁর জীবনের এই বিরল গুণগুলি সম্পর্কে ভালভাবে জানা এবং বোঝা দরকার। আমাদের দলে কেউ দলের নেতা, আবার কেউ জনগণের নেতায় পরিণত হন। কিন্তু তাঁর মধ্যে এই দুই গুণেরই প্রকাশ হয়েছিল। একত্রে এই দুটি গুণ আয়ত্ত করা খুবই কঠিন বিষয়। কমরেড ভেনুগোপাল সর্বদাই কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাসোসিয়েশন, কনস্ট্যান্ট কমন ডিসকাশন, কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাক্টিভিটির অনুশীলন করে গেছেন। তিনি সর্বদাই পার্টির অভ্যন্তরে যৌথ কর্মপদ্ধতির উপরে জোর দিতেন। তিনি পার্টির অভ্যন্তরে ও জনগণের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে কখনই আত্মপ্রচার, অহঙ্কার বা আত্মসন্তুষ্টির প্রকাশ ছিল না। একবার একটি খুবই সংবেদনশীল বিষয়ে তিনি পার্টির সিদ্ধান্ত খুশি মনে মেনে নিতে পারছিলেন না, আবার সেটি অস্বীকারও করতে পারছিলেন না। এ নিয়ে তিনি খুবই দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন। আমি সেটা বুঝতে পারি। কিন্তু সেই দ্বন্দ্ব নিরসনের ভার আমি তাঁর উপরেই ছেড়ে দিই। কিছুকাল পর তিনি চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এলে আমার সাথে দেখা করেন এবং সেই মিটিংয়ে কমরেডস অমিতাভ চ্যাটার্জী এবং সুভাষ দাশগুপ্তকেও তিনি থাকতে বলেন। সেখানে তিনি বলেন যে কমরেড আমি একটা ভুল ধারণা নিয়ে চলছিলাম। এখন আমি বুঝতে পারছি যে পার্টির সিদ্ধান্তই উপযুক্ত এবং সঠিক ছিল। কতটা সত্যনিষ্ঠ ছিলেন তিনি! সেই তাঁর সাথে আমার শেষ দেখা। কমরেড ভেনুগোপালের প্রয়াণে দলের বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। এটা শুধুমাত্র কেরালা রাজ্যের ক্ষতি নয়, গোটা দেশের পার্টির ক্ষেত্রেই এটা একটা বিরাট ক্ষতি। তাঁকে অন্য রাজ্যের কাজকর্ম দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কর্ণাটক যাওয়া শুরু করার কিছু দিনের মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ক্রমেই অক্ষম হয়ে যান। ফলে কেন্দ্রীয় পার্টি তাঁর মূল্যবান ভূমিকা থেকে বঞ্চিত হয়।

কমরেডস, আমরা সকলেই কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী অনেক নেতা-কর্মীই উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের একে অপরের থেকে শেখা উচিত। কমরেড ভেনুগোপাল শ্রেণি, দল এবং বিপ্লবের সাথে একাত্ম হওয়ার সংগ্রামে বহু দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। এই সংগ্রাম সারা দেশের কমরেডদের সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাঁর অনুপস্থিতি কেরালা রাজ্য পার্টিতে একটা শূন্যতার সৃষ্টি করবে আমি জানি। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কমরেড জয়সন জোসেফের নেতৃত্বে দলের কেরালা রাজ্য কমিটি যৌথভাবে কঠোর সংগ্রাম পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে নিজেদের আরও উন্নত করার পথে এই শূন্যতা পূরণে সক্ষম হবে। আমি কেরালা রাজ্যের যুব কমরেডদের কাছে আবেদন করব আপনারা এগিয়ে আসুন এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের আরও যোগ্য করে তুলুন। এই আবেদন রেখেই আমি শেষ করলাম।

কমরেড ভেনুগোপাল লাল সেলাম

সভাপতি কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের ভাষণ

আপনারা এতক্ষণ আমাদের প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের আলোচনা শুনলেন, যাঁর নেতৃত্বেই কমরেড ভেনুগোপাল ছাত্রজীবনে এআইডিএসও-র কর্মী ও নেতা হিসাবে দীর্ঘকাল কাজ করেছেন। তাঁর এই অকালমৃত্যু, দেশে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের বিকাশ ও উন্নতিতে তাঁর অবদান থেকে পার্টিকে বঞ্চিত করল। কমরেড সি কে লুকোস এবং কমরেড ভেনুগোপাল এই দুই প্রথম সারির নেতার খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে জীবনাবসান পার্টির উপর নিঃসন্দেহে এক বিরাট আঘাত। কমরেড ভেনুগোপাল ও অন্যান্য কয়েকজন কমরেড কী ভাবে শিবদাস ঘোষের চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কেরালায় পার্টির কার্যকলাপ শুরু করেছিলেন, তার কিছুটা বর্ণনা আপনারা কমরেড প্রভাস ঘোষের আলোচনায় পেয়েছেন। তাঁরা সকলেই লোভনীয় কেরিয়ারের হাতছানি উপেক্ষা করে বিপ্লবের স্বার্থে সর্বস্ব নিবেদন করার পথ গ্রহণ করেছিলেন।

মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

আমি ঠিক জানি না, কমরেড ভেনুগোপাল কখনও কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে সাক্ষাৎ করতে পেরেছিলেন কি না। অন্যদের সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং সেটাই তাঁদের মধ্যে নতুন বিপ্লবী জীবন শুরু করার প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। খুব অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা কেরালায় শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা একটি সংগ্রামের প্রক্রিয়ার ফসল। আমাদের দলে বিপ্লবী সংগ্রামের এই প্রক্রিয়াটি জীবন্ত আছে। যে কারণেই তা এই ধরনের চরিত্রের নেতা-কর্মীর জন্ম দিচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই কমরেডরা নিজেদের ভাল সংগঠক, জননেতা এমনকি শক্তিশালী পার্টি-নেতায় পরিণত করছেন। গভীর শোকের সময় কী ভাবে আচরণ করতে হবে, সেই শিক্ষাও কমরেড ঘোষ আমাদের দিয়ে গেছেন। আমি জানি, কমরেড ভেনুগোপালের মৃত্যু কেরালা পার্টির কাছে একটা বিরাট আঘাত। কিন্তু আমি তাদের এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, তাদের এই গভীর শোকের সময় সমগ্র পার্টি তাদের পাশে আছে। এই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তাঁরা দল পরিচালনা করলে একই প্রক্রিয়ায় তাঁরা আরও অনেক নেতা ও কর্মীর জন্ম দিতে পারবেন এবং সেটাই হবে কমরেড ভেনুগোপালের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা।

কমরেড ভেনুগোপাল লাল সেলাম

২৪ এপ্রিল কর্ণাটকের মাইসোরে দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে উমা

মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড অনিন্দিতা জানা ও কমরেড সুশীল মান্ডি মিছিল করে নমিনেশন জমা দিতে চলছেন। ৪ মে

Editor : Amitava Chatterjee ▪ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ▪ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ▪ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ▪ Phone: 9433451998, 9432889347 ▪ E-mail: ganadabi@gmail.com ▪ Web: https://ganadabi.com